৪৮ প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট : শুক্রবার, ২৮ জুলাই ২০২৩

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ বছর ৪৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। তবে এবার দুই হাজার ৩৫৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে।

গত বছর কোন শিক্ষার্থী পাস করেনি অর্থাৎ শূন্য পাস- এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৫০টি। আর ওই বছর দুই হাজার ৯৭৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছিল। সে হিসেবে এবার শতভাগ পাসের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৬২১টি কমেছে। সব পরীক্ষার্থী ফেল করেছে- এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে দুটি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার (২৮ জুলাই) সকালে ২০২৩ সালের মাধ্যমিক ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন। পরে রাজধানীর সেগুনবাগিচার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলনে ফলাফলের বিস্তারিত তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি।

শতভাগ ফেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে কীনা এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই, হয়ত সেখানে পরীক্ষা দিয়েছে দুই জন বা তিন জন এবং এর অধিকাংশই হচ্ছে নন-এমপিও। কারণ, এমপিওভুক্তি হওয়ার জন্য কাম্য শিক্ষার্থী, কাম্য পরীক্ষার্থী থাকতে হয়।’

শূন্য পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ‘খুবই কম’ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগই কোন ‘এমপিওভুক্তি’ নেই জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘এদের হয়ত পরীক্ষা দিয়েছে দুই জন, সেই দুই জন পাস করেনি। শতভাগ ফেলের জায়গায় পড়ে গেছে।’

গতবছর শতভাগ ফেল করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে কর্মশালা করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে রকম প্রচেষ্টা এবারও থাকবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভালো করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সহযোগিতা করা হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলছি, তুমি একজনকে পরীক্ষা দেয়াও বা পাঁচজনকে দেয়াও, তারা যেন পাস করার মতো জায়গায় যেতে পারে, সেটা নিয়ে আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাদের সহযোগিতা করবার প্রচেষ্টা নিয়েছি।’

প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কেন কোন শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি সেই কারণ খতিয়ে দেখা হবে জানিয়ে দীপু মনি বলেন, ‘এবারও অবশ্যই আমরা দেখব যে, এখানে কারা কারা এ রকম হলো। কারণ, আমাদের চেষ্টাটা

হওয়া উচিত যে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সমস্যা উত্তরণ ঘটিয়ে তারা যেন ভালো করতে পারে আগামীতে। আমাদের সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।’